কালিকা চিত্রম্ এর

কালিকা চিত্রম্ এর প্রথম নিবেদন

মরুতৃষা

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

সুরেশ রায়

প্রযোজনা ঃ ডাঃ এস্, সি, রায়
পৃষ্ঠপোষক ঃ সুনীল কুমার বাগ
চিত্র গ্রহণ ঃ মুরারী ঘোষ
শিল্প নির্দ্দেশনা ঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
গীতিকার ঃ শান্তি দাসগুপ্তা
প্রচার পরিচালনা ঃ তপোব্রত মজুমদার
যন্ত্র সঙ্গীত ঃ সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা
শব্দ গ্রহণ ঃ নৃপেন পাল, সুনীল ঘোষ

সুরসৃষ্টি ঃ কালোবরণ
কর্মানুপ্রেরণা ঃ কুমুদ রঞ্জন ঘোষ
সম্পাদনা ঃ নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য
নৃত্য পরিচালনা ঃ বিনয় ঘোষ
প্রধান কর্মসচীব ঃ আর, কে, নাগর
স্থির চিত্র ঃ পিক্স্ ষ্টুডিও
ব্যবস্থাপনা ঃ শঙ্কর নন্দী
রূপ সজ্জা ঃ বসির আমেদ, মুন্সীরাম শর্ম্মা

সঙ্গীত গ্রহণ ঃ অবনী চ্যাটার্জী (ভয়েস অব ইণ্ডিয়া)
পটশিল্পী ঃ আর, সিণ্ডে, অমিতাভ বর্দ্ধন, বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী
সাজ সজ্জা ঃ নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, কর্ণওয়ালিস এক্সচেঞ্জ
কর্মসচীব ঃ মনোরঞ্জন মুখার্জী, নিতাই সিংহ

প্রধান চরিত্রে

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ. সবিতা বসু, তপতী ঘোষ,
পদ্মা দেবী, জয়শ্রী সেন, রবীন মজুমদার, নীতিশ মুখার্জী,
বিপিন গুপ্ত, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী,
মনি শ্রীমানী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

ঃ কণ্ঠ সঙ্গীতে ঃ
সন্ধ্যা মুখার্জী, সতীনাথ মুখার্জী, আল্পনা ব্যানার্জী, গায়ত্রী বসু ও অন্নপূর্ণা নাগ

একমাত্র পরিবেশক
মহাজাতি ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স
৬১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা১৩

কাহিনী

অভিজাত ও সুশিক্ষিত যুবক অনিমেশ জীবনের পথে চলতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট্ খেল। ওর ভালবাসার আঙ্গিনা থেকে একদিন অত্যন্ত রহস্যময় ভাবে পালিয়ে গেল রেবা। কোথায় এবং কেন—সেকথা জানতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল অনিমেশ।

অনিমেশের ব্যবসায়ের অংশীদার মিঃ বাসুর দুটি যুবতী কন্যা স্বপ্না ও মনীষা—নব-জাগ্রত যৌবনের তরঙ্গ তুলে চলা ফেরা করে ওর চোখের সামনে। ও সহ্য করতে পারে না জীবনের এই প্রাণবন্ত বহিঃপ্রকাশ। একদিন দুপুর রাত্রে মদমত্ত অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে সে গুলি ছোঁড়ে রেবার তৈলচিত্রের প্রতি।

স্বপ্নার চোখে স্বপ্ন জাগে চিত্র শিল্পী সুব্রতকে কেন্দ্র করে। সেটা বুঝতে পারে মনীষা—বুঝতে পারে অনিমেশ। ছোট বোন মনীষার মনের কথা অজ্ঞাত। কিন্তু অনিমেশের মধ্যে প্রকাশ্যে জলে ওঠে প্রতিযোগিতার আগুন।

স্বপ্নার কাছে সুব্রত অপরিহার্য্য হলেও সুব্রতর কথা পৃথক। স্বপ্না ওর মানসী, প্রেয়সী, প্রিয়া ও প্রেরণা। কিন্তু এই সবকিছুর আগে রয়েছে ওর সৃষ্টি—ওযে স্রষ্টা—স্রষ্টা তাই প্রেমিক হতে ভুল করে বসে। অনিমেশের আমন্ত্রনে সুব্রত একদিন এল ওর বাড়িতে। সেখানে সে দেখতে পেল রেবার তৈলচিত্র— ... ... অনিমেশ ওকে জানায় যে রেবা ছিল তার প্রথম যৌবনের মানসী ও প্রিয়া। কিন্তু আজ আর ও বেঁচে নেই। একটা অজানা বেদনায় সুব্রতর মনটা ভরে ওঠে। অনিমেশ নিপুণ শিল্পীর মত ওর এবং

সুব্রতর মধ্যে সামাজিক ব্যবধানটি তুলে ধরে স্বপ্নার চোখের সামনে।

ইতিমধ্যে রেবা একদিন এসে হাজির হয় সুব্রতর ষ্টুডিওতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। যার তৈলচিত্র দেখে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল, তাকে আজচোখের সামনে দেখে অবাক হয়ে যায়। মনের কথা চেপে রেখে জানতে চাইল ওর পরিচয়—আগমন উদ্দেশ্য!

রেবা শিল্পকলার ছাত্রী। সে শিখতে চায় শিষ্যার মত শিল্পী সুব্রতর চরণ তলে বসে। নব পরিচয়ে রেবাকে গ্রহণ করল সুব্রত ওর শিষ্যা হিসাবে। শিল্পী ওর সৃষ্টির মাঝে ডুবে গেল, ভুলে গেল অন্য জগতের কথা।

স্বপ্না মনে মনে ক্ষেপে উঠল শেষ মীমাংসার জন্য। সে ছুটে গেল সুব্রতর বাড়ি। সুব্রত তখন রেবাকে মডেল করে নিয়ে ছবি আঁকছে—রেবার চোখে অশ্রু প্লাবন। সন্দেহ জাগে স্বপ্নার মনে, ভাবে—সুব্রতকে সে হারিয়ে ফেলেছে। ছুটে বেরিয়ে যায় সে ধ্বংসের মাতন নিয়ে।

অনিমেশ ও স্বপ্না দুটি ঝোড়ো হাওয়ার এবার নূতন পর্য্যায়ে হল পরিচয়। কেউ কাউকে চিনতে চাইল না—বুঝতে চাইল না—শুধু পরস্পর পরস্পরের কাছে চাইল বেদন হরণের সহানুভূতি। হয়তো বা পেলও—।

মনীষা দেখল সব দূর থেকে। কাছে এল সহানুভূতি নিয়ে। কিন্তু স্বপ্নার নির্মম আঘাতে ছিটকে পড়ল ভগ্নী-স্নেহের অনেক দূরে।

মিঃ বাসু সব কিছু বুঝতে পেরে অনিমেশের কাছে করলেন স্বপ্নার বিয়ের প্রস্তাব। অনিমেশ সেই প্রস্তাব বয়ে নিয়ে এল স্বপ্নার কাছে। আবার দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকাল। এরা কেউ কাউকে চায়না তো—শুধুমাত্র একটা খেলায় মেতেছিল ওরা।

* * * * * * *

এমনি সময় মনীষাকে দেখতে পায় অনিমেশ দরজার পাশ দিয়ে যেতে—ওর হাতে কিছুএকটা রয়েছে। অনিমেশের ডাকে ও এলো—সেটা দেখাতে, ওটা একটা তৈলচিত্র ছবিটির দিকে তাকিয়ে অনিমেশ স্তব্ধ হয়ে যায়—ওটা রেবার তৈলচিত্র। অসহ্য বেদনায় কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়।

ছবিখানা পড়ে থাকে টেবিলের উপর—স্বপ্নার মনে হয় সুব্রত ইচ্ছাকরেই ওটা মনীষার হাত দিয়ে পাঠিয়েছে—ওকে জালিয়ে পুড়িয়ে মারবার জন্য। তৈলচিত্রটা হাতে করে নিয়ে উন্মাদিনীর মত ছুটে যায় স্বপ্না সুব্রতর বাড়ি। রাগে, অভিমানে সেটা ছুঁড়ে ফেলে সুব্রতর সামনে! ঝড়ের বেগে বলে যায় স্বপ্না তার অভিযোগ, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে সব শোনে রেবা। সে বুঝতে পারে ওর অভিশপ্ত জীবনের এই শেষ আশ্রয়টুকু ফুরাল। ও আর পারে না—জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝের ওপর। রেবার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে আনতে সুব্রত বলে যায় রেবার অভিশপ্ত জীবনের অশ্রুসজল কাহিনী।

অনিমেশের গাড়ি এসে পৌঁছায় সুব্রতর বাড়ির সামনে। একটি কক্ষের সামনে এগিয়ে যেতেই শোনে সুব্রতর সাদর আহ্বান।

অজ্ঞাত-কুলশীলা হওয়ার অপরাধে রেবা যে শাস্তির বোঝা সেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল।—অনিমেশ সবল বাহুতে তা তুলে ফেলে দিল।

এমনি সময় মনীষা এসে দাঁড়ায়—দরজার সামনে। হঠাৎ সে দেখতে পায় একটি রিভলবার জানালার পাশদিয়ে এগিয়ে আসছে - চিৎকার করে ওঠে মনীষা—"সুব্রতদা"!.....

গান

(১)

ঝরে যায়—
নীলিমার ব্যাথা ছিল যে লুকানো
সীমাহীন মেঘছায় ॥
সঙ্গী বিহীন রজনী জাগিয়া
আকাশ ঝুরিছে পৃথিবী লাগিয়া
মল্লার তানে ঝিল্লির গানে
সে ব্যাথা লুকানো হায় ॥
অম্বর তলে বিদ্যুত বাতি
জ্বলেছিল সারারাতি।
অবগুণ্ঠিতা অভিসারিকার
আঁধার পথের সাথী ॥
সাগরের বুকে ঢেউ তুলে তুলে
ধরণীর হিয়া ওঠে ফুলে ফুলে
নিশ্বাস ভার বয়ে যায় তার
অধীর উতলা বায় ॥

(২)

উঠেছিল ফুটে প্রথম উষায়
প্রথম রবির পরশে
হে প্রথমা নারী আপনার মাঝে
আপনি মগন হরষে ॥
রূপে রসে ভরা সেদিনের পৃথিবীতে
জাগিত পুলক প্রকৃতির সঙ্গীতে
চির আনন্দে মাধবী নিশীথে
জাগিতে আবেশ বিরশে ॥
নিষিদ্ধ অভিশাপে ভরা ফল
কেন নিলে তুমি তুলে
দুঃখ বেদনা ব্যথা নেমে এল
তোমার প্রথম ভুলে ॥
অনুভূতি ভরা নিখিলের হিয়াতলে
দিক দিগন্তে কামনা বহ্নি জ্বলে
সে আগুনে দহি বিরহ মিলন
আঁখি ধারা হয়ে বরষে ॥
হে প্রথমা নারী তোমার ভুলের ফুল সে ॥

(৩)

প্রেমের হল সমাধি
স্বপন ফুরায়ে যায় ॥
দিন গেল পথ চাহি
আঁধার আসিল ঘিরে
অকাল ঝঞ্ঝা কাঁদাল
মুকুলিত তরুটিরে।
গান হয়ে ঝুরে আঁখি
কি গভীর বেদনায় ॥
বিগ্রহ গেল ভাঙ্গি
রিক্ত দেউল তলে।
নিঃশেষে হিয়া উজাড়ি
দীপশিখা মোর জ্বলে ॥
আমার বিরহ ভরে
চঞ্চল নভোতল
চাঁদের হাসিটি তাই
মেঘছায়ে ছল ছল।
স্মৃতির ময়ূরী কাঁদে
স্মরণের বনছায় ॥

(৪)

নৃত্যে আমার উঠবে ফুটে
এই ভুবনের বসরা গোলাপ।
আমার গানে দেয় ভুলায়ে
এই পৃথিবীর বেদনা তাপ ॥
রঙিন আমার এই পেয়ালায়
ভরে দিই মোর মনের সুধা
জীবন মরণ দেয় ভুলায়ে
দেয় ভুলায়ে তৃষ্ণা ক্ষুধা
নাও মিটিয়ে তৃষ্ণা বঁধু
যাও গো ভুলে ক্ষয় ক্ষতি পাপ ॥
দুদিনের এই পান্থশালায়
ভোগ করে নাও দিল যাহা চায়
হে মুশাফির ! ভোমরা এসো
ফুল ফুটেছে কুঞ্জে আমার
সোহাগ দিয়ে যাওগো পিয়ে
এই হিয়ারই মধুর ভার।
আজকে এদিন সফল কর
কাল চিরকাল বয় অভিশাপ ॥

(৫)

শিল্পী তোমায় চাহে নাই কেহ
চেয়েছে তোমার দান ॥
তাই তুমি বেঁচে নাই তাজমহলেতে
বেঁচে আছে সাজাহান ॥
তিল তিল করি মধুরে আহরি
সাজায়েছ যারে রূপে রসে ভরি
রঙে রঙে ভরা সেই সভাতলে
কোথায় তোমার স্থান ॥
হায় রে শিল্পী—হায় বঞ্চিত হিয়া,
রূপহীনে তুমি করেছ অরূপ
মনের মাধুরী দিয়া ॥
হে রূপ সাধক মহা প্রেমভারে
সাজাও ধরারে রূপ সম্ভারে
অকরুণ ধরা বিনিময়ে দেয়
অবহেলা প্রতিদান ॥

(৬)

হিমঝরা রাতে
পাতা কয় ঝরে যাই।
শেষ হল কাজ
আর হেথা ঠাঁই নাই ॥
দুটি কথা শুধু বলে যাই কানে কানে
ধরা হেসেছিল মোর মর্ম্মর তানে
যৌবন জেগে উঠেছিল মোর প্রাণে
দুরন্ত প্রাণ
কোন বাধা মানে নাই ॥
কাজ সারা হল মোর
বলে যাই রেখো মনে
জীর্ণ পাতার প্রেম
ছড়ানো রহিল বনে।
সে প্রেম রহিবে কোকিলের কুহুতানে
সে প্রেম জাগিবে সবুজ পাতার গানে
সাজাতে ধরারে নতুন বসনে
বিদায় নিলাম তাই ॥

অন্যান্য চরিত্রে

সুশান্ত চ্যাটার্জী, শচীন চক্রবর্ত্তী, সত্য দে, গণেশ রায়,
শ্যাম, হাবিব, ডালিম, বেণু, নিতাই, সুদীপ,
রবি বসু, পরেশ, মৃত্যুঞ্জয়, ফ্রান্সিস, অবন্তিপ্রসাদ,
নবাগতা রত্না ও অনিতা বাগ

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : শৈলেন নাথ, বাবুলাল, মনীশ রায়, শচীন চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত : অজিত মিত্র
চিত্রগ্রহণ : কালী ব্যানার্জী, নির্মল কর, বৃন্দাবন
সম্পাদনা : অনিল নন্দন, শিল্প নির্দেশ : অনিল পাইন
আলোক সম্পাত : জগন্নাথ ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী
কারুশিল্পী : নারায়ণ মিস্ত্রী, কেবল মিস্ত্রী, আক্কেল মিস্ত্রী
শব্দগ্রহণ : বলরাম বারুই, হরেকৃষ্ণ পাণ্ডা
আলোক সম্পাত : নব, হট, ধনেশ্বর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রাজা রাও ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় (লালগোলা),
সুশীল করণ ; সুবলচন্দ্র তালুকদার, উদয়ণ চৌধুরী,
হস্‌পিটাল এ্যাপ্লায়েন্সেস ম্যাঃ, কোং

*

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহিত এবং
বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস
ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।
টেকনিসিয়ন্স ষ্টুডিওতে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে
শব্দ পুনর্লিখিত।

*

ব্লক নির্মাণে : সুশীল অধিকারী

মহাজাতি ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটর্স হইতে প্রকাশিত এবং জয়দুর্গা আর্ট প্রিণ্টার্স কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত